মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে যুবক আটক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জয় কুমার দাস নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার রাতে মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সঞ্জয় কুমার দাস মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের হিরন কুমার দাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে সঞ্জয় কুমার দাস তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘সঞ্জয় কুমার নামের এক যুবককে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

একাধিক যুবকের অর্থ-স্বর্ণ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অভিযোগকারীদের ভাষ্য, এসব যোগাযোগে একাধিক মোবাইল সিম, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইমোর মতো যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের কোনটি সত্য আর কোনটি ভিত্তিহীন, তা নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল। তাদের মতে, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে নির্দোষ কাউকে হয়রানি বা সামাজিকভাবে হেয় না করারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

এ ঘটনায় তিতুদহ গ্রামের সৌদি প্রবাসী শাহজামালের পিতা আজিম আলী বাদী হয়ে গত বুধবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্নভাবে প্রতারণা ও বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তার ছেলের কাছ থেকে মোট ৪ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে তামান্নার পিতা রশিদুল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমার মেয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে কিছু মানুষ। আমার মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর সুখে-শান্তিতে সংসার করছে। এর আগে আসাননগরে তার বিয়ে হয়েছিল।”

মেয়ের পূর্বের স্বামীর নাম জানতে চাইলে তিনি নাম বলতে পারেননি। তিনি আরও বলেন, “গ্রামে নিশানের অভিযোগ নিয়ে এর আগেও থানায় অনেকবার বসা হয়েছে। কিন্তু যারা অভিযোগ করেছে, তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি।”

দামুড়হুদা কালিয়াবকরি ১৫ কাঠা

শিম গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামের হারুন অর রসিদের ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। গত মঙ্গলবার রাতে কালিয়াবকরি গ্রামের দোয়ার মাঠে এই শিম গাছ কেটে দেয়।

পরে আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে হারুন অর রসিদ বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ সৃত্র থেকে জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামের মৃত খোদাবক্স মন্ডলের ছেলে হারুন অর রসিদ দোয়ার মাঠে ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ লাগায়।শিম গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে গেছে। শিম বিক্রয়ের সৃয় চলে এসেছে এমন সময় রাতের আধারে কে বা কাহারা ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ কেটে দিয়েছে।এতে প্রায় ২ লক্ষ ৫০হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় জমির মালিক।

এই মর্মে হারুন অর রসিদ বাদি হয়ে কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবর,আজিমউদ্দিন, আঃ রহমানসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগে আরোও উল্লেখ করে যে একই রাতে জমিতে থাকা জনৈক বকুল এর ইঞ্জিন চালিত স্যালো মেশিন পুড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিয়াছে, যাহার ক্ষতির পরিমান ৭হাজার- টাকা হইবে।

হারুন অর রসিদ বলেন শত্রুতামূলকভাবে আমার ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম ক্ষেত ও স্যালো মেশিনের এই ক্ষয়-ক্ষতি করিয়াছে।

এ দিকে কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবর বলেন,আমার চাচাতো ভাইয়ের স্যালো মেশিন খোলা যাচ্ছিল না। তাই আমার চাচাতো ভাই আগুন ধরিয়ে হুজপাইপ খুলেছে।এখানে মেশিন পুড়ানো কোথায় পেলো।আমার মত লোক ওর শিম গাছ কাটতে যাব এ লজ্জা রাখবো কোথায়।

হারুনরা নিজের শিম গাছ নিজে কেটে আমাদের দোষারোপ করছে।এটা একেবার মিথা কথা। জমি জায়গা নিয়ে আমার সাথে বিরোধ চলছে তাই মিথ্যা বদনাম রটাচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, শিম কাটার একটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত-পূর্বক আইনগত

আসিফের বিরুদ্ধে ১১ হাজার কোটি পাচারের অভিযোগ তদন্তে দুদক

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নিয়োগ, বদলি ও পদায়নে কোটি কোটি টাকা লেনদেন এবং বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ উঠেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের পাশাপাশি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা পদায়ন ও পদোন্নতিতে অর্থ লেনদেনের অভিযোগও পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগগুলো অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

এর আগে, গত ২ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। নতুন অভিযোগগুলো চলমান অনুসন্ধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।
রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ তানজির আহমেদ।
তিনি জানান, আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে দুবাই, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যান্ডে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ সবচেয়ে বড় অঙ্কের।
এর মধ্যে দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি টাকা এবং সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এসব অর্থ দিয়ে বিদেশে বিলাসবহুল ভিলা কেনা ও বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগের অভিযোগ করা হয়েছে। পর্তুগালে জমি কেনা, দুবাইয়ের গ্রিন গ্রুপে বিনিয়োগ এবং সুইস ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার অভিযোগও রয়েছে। দুই বোনজামাই ও ভাগ্নের মাধ্যমে বিদেশে কোটি কোটি টাকা পাচারের

করতেন। এছাড়াও, তার পিও মাহফুজুল আলম ভূঁইয়া ঘুস লেনদেনের তদবির ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন মর্মে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।
এছাড়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনিয়মের অভিযোগে ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব বাতিল করে নতুন পদায়নের আদেশ জারির বিনিময়ে ৭৬ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে দুদক জানিয়েছে। ১৫০ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য ১ কোটি ৫ লাখ টাকা এবং পদোন্নতির পর পছন্দের জায়গায় পদায়নের জন্য আরও প্রায় ২ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর নিয়োগ, বদলি ও পদায়নে কোটি কোটি টাকা লেনদেন এবং বিদেশে হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের পাশাপাশি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা পদায়ন ও পদোন্নতিতে অর্থ লেনদেনের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক।
তবে এসব অভিযোগ ও দুদকের বক্তব্যের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন আসিফ মাহমুদ। গত বুধবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ‘প্রাথমিক সত্যতা’ পাওয়ার বিষয়ে দুদকের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা।

সূত্র: আরটিভি।

মেহেরপুরে ইমামের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে জীবন বীমার নামে টাকা নেওয়া ও পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মাসুদ খান বলেন, তিনি বিদেশে কর্মরত থাকাকালে ২০১৫ সালে রোকনুজ্জামান তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার হাসিকে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে জীবন বীমা করার প্রস্তাব দেন। ১০ বছরে ৫ লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে বলে তাকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি টাকা দিতে কোনো তালবাহানা করলে তিনি নিজে সব টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামান প্রতি বছর ৫৫ হাজার ১৫০ টাকা করে নিয়ে মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লাভসহ ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫৮০ টাকা পাওনা হয়েছে বলে দাবি করেন মাসুদ খান।

তিনি বলেন, পাওনা টাকা ফেরত চাইলে রোকনুজ্জামান বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে টাকা দেবেন না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

রোকনুজ্জামান হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হওয়ায় তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে জীবন বীমার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এখন ওই টাকা ফেরত না দিয়ে আত্মসাতের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ঘটনায় রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

গাংনীতে দর্জি প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারি দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চরম অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

তবে সরকারি অর্থ উত্তোলন করে এক মাসেরও বেশি সময় নিজের কাছে রাখার কারণ ও বাজেটের বিস্তারিত তথ্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাবিদ হোসেন বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সদ্য অবগত হয়েছেন এবং ঘটনাটি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সরকারি প্রকল্পে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রাথমিক তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি বিধি অনুযায়ী কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুস্থ নারীদের সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত এবং আত্মসাৎকৃত ভাতা অবিলম্বে ফেরতের জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী নারীরা।

দামুড়হুদায় রহিমকে আটক করে ইয়াবা মামলায় চালানের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের রহিমকে ‘ওসি ডাকছে’ বলে বাড়ি থেকে আটক করে ইয়াবা মামলায় আদালতে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে মামলার ভয় দেখিয়ে স্থানীয় এক যুবদল নেতার বিরুদ্ধে রহিমের পরিবারের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নেওয়া এবং আরও ১৫ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সিহাবুল ইসলাম ও এসআই উত্তম কুমার জয়রামপুর মালিতাপাড়ার রহিত আলীর ছেলে

মাস আগের ২৭ পিস ইয়াবার মামলায় তাকে চালান দেওয়া হয়েছে। আবার ডাবলু মামলার ভয় দেখিয়ে আমার কাছে টাকা দাবি করেন। মামলা থেকে বাঁচতে আমি কানের দুল বন্ধক রেখে ডাবলুকে ১৫ হাজার টাকা দিই। পরে আবার আরও ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে, তা না হলে বাড়ির সবার নামে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান।”

জয়রামপুর মাদক নির্মূল কমিটির সদস্য ফারুক হোসাইন বাবু বলেন, “রহিমকে ধরার ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না।”

একই কমিটির সদস্য গোলাম সরোয়ার ছোটন বলেন, “এই আসামিকে ধরার ব্যাপারে আমরা কেউ জড়িত নই। আমাদের সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি জড়িত থাকে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

হাউলী ইউনিয়নের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা বলেন, “বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। যারা মাদক ব্যবসা করে, মাদকসহ তাদের আইনের আওতায় আনলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদকের মামলায় চালান দেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক। যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।”

এদিকে যুবদল নেতা ডাবলু বলেন, “আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা একেবারেই মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নই। তা যদি প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, আমি মাথা পেতে নেব।”

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল ইসলাম (মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) বলেন, “রহিমকে ২৭ পিস ইয়াবার মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

ঝিনাইদহে গুদামে সার মজুদ রেখে

কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগ

পর্যাপ্ত সার গুদামে মজুদ থাকার পরও কৃষকদের মাঝে বিতরণ না করায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মেসার্স শুভ এন্টারপ্রাইজ নামে বিসিআইসি সার ডিলারের লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করেছেন জেলা প্রশাসক। গতকাল শনিবার জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রতিবেদনে এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গুদামে পর্যাপ্ত সার মজুদ থাকার পরও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন ওই ডিলার।

জেলা প্রশাসকের পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাজারে বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স শুভ এন্টারপ্রাইজের বিক্রয়কেন্দ্রে স্থানীয় কৃষকেরা সার না পেয়ে সড়ক অবরোধ করেন।

গাড়াগঞ্জ-শৈলকুপা সড়কে কাঠের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ করেন কৃষকেরা। এ বিষয়ে খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন জেলা প্রশাসক।

পরে শৈলকুপার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ডিলার প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এ সময় কৃষকেরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন। পরে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জেলা প্রশাসকের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ওই ডিলারের গোডাউনে ৩১০ বস্তা ইউরিয়া, ৪১০ বস্তা ডিএপি, ২৮২ বস্তা টিএসপি ও ১৫০ বস্তা এমওপি মজুদ ছিল। পর্যাপ্ত সার মজুদ থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ না করে তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলেন ডিলার। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে এ ঘটনায় জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে ‘সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা ২০২৬’-এর ১৬.১ ধারা মোতাবেক সার ডিলার ‘মেসার্স শুভ

এন্টারপ্রাইজ’-এর ডিলারশিপ বাতিলের জন্য সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে সুপারিশ করা হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এর আগে গত ২৫ এপ্রিল ও ৪ আগস্ট মেসার্স শুভ এন্টারপ্রাইজ নামের ওই বিসিআইসি সার ডিলারকে অবৈধভাবে সার মজুদের অপরাধে দুই দফায় জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এদিকে স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ করেন, শুভ এন্টারপ্রাইজ নামের ডিলারের স্বত্বাধিকারী সাবেক এমপি মো. নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার।

তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য ছিলেন। ৫ আগস্টের পর তিনি বিভিন্ন অপরাধে কারাগারে যান। এরপর জামিনে বের হয়ে ব্যবসা স্বাভাবিক গতিতে চললেও তিনি আবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

স্থানীয় কৃষক আজিবার আলী বলেন, “ডিলার আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি। তাঁর ভাতিজা এখন ডিলারশিপ চালাচ্ছে। তারা কাউকে আমলে নেয় না। আওয়ামী লীগের লোকজন তাদের কাছে সার পাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ গেলেই তারা হয়রানি করে।”

শরিফুল ইসলাম নামে আরেক কৃষক বলেন, “আওয়ামী লীগের লোকজনের হাতে এখনো সারের ডিলারশিপ রয়েছে। তারা সার গুদামে মজুদ রেখে কৃষকদের হয়রানি করছে। সাধারণ কৃষকদের তো কোনো কিছু করার নেই।”

এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ বলেন, “সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কিছু কিছু ডিলার সার মজুদ রেখেও কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। কৃষকদের হয়রানি করছে। আমরা প্রশাসনকে এই চক্রের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে সাধারণ মানুষকে যারা জিম্মি করার অপচেষ্টা করছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।”

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন বলেন, “এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া ওই ডিলারের লাইসেন্স বাতিলের ব্যাপারেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা প্রতিবেদন দিয়েছি। সার

মজুদ রেখে কৃষকদের হয়রানি করা বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।”

শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ’র বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের বিজয়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের টাকা আত্মাতের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার প্রায় সাত মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি পুরস্কার ও সনদ। কিন্তু বিল ভাউচার দেখিয়ে উত্তোলন করা হয়েছে টাকা। কোটচাঁদপুর উপজেলায় ভারপ্রাপ্ত থাকার সময় তিনি এই টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমারের অবসরজনিত কারণে পদটি শূন্য হলে সেখানে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালন করেন শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ। গত পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এর মাঝে জানুয়ারিতে কোটচাঁদপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ক্রীড়া ও বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেই পুরস্কার আজও প্রদাণ করা হয়নি বিজয়ীদের। কিন্তু গত পহেলা এপ্রিল পুরস্কার ক্রয়ের জন্য ৭৫ হাজার ৫০০ টাকার বিল-ভাউচার করে টাকা তুলে নিয়েছেন তিনি। টাকা তোলার ৫ মাস পেরিয়ে গেলেও আজও পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

কোটচাঁদপুরের এনসিপি নেতা হৃদয় আহম্মেদ বলেন, জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও এখনো বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু টাকা ঠিকই তুলে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তার এমন

কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে তার এই অনিয়মের তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানাচ্ছি।

কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান বলেন, পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের। কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এটি অত্যান্ত দু:খজনক।

অভিযোগের বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ বলেন, বিল পেতে দেরি হয়েছে। ২৫ আগস্ট পুরস্কারের সামগ্রী অফিসে পাঠানো হয়েছে। আর আমি এক্সিডেন্ট করে ১ মাস ছুটিতে ছিলাম। তাই একটু দেরি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা মাধ্যমিক অফিসের সহকারী পরিদর্শক মোঃ মোজাফফর হোসেন পলাশ বলেন, বিল তোলার পরও পুরস্কার না দেওয়ার বিষয়টি দু:খজনক। আমরা তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আলমডাঙ্গায় ভ্যানে তুলে তরুণীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ, ভ্যানচালক গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যানে যাত্রী হিসেবে ওঠা এক তরুণীকে নির্জন সড়কে নিয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে এক ভ্যানচালকের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৫) নামে এক পাখিভ্যানচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৬ আগস্ট) গ্রেপ্তারের পর তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার মোয়াজ্জেম হোসেন উপজেলার কুমারী গ্রামের মৃত রাজ্জাক মীরের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার লাল ব্রিজের পশ্চিম পাশ থেকে বেলগাছি যাওয়ার উদ্দেশ্যে মোয়াজ্জেম হোসেনের পাখিভ্যানে ওঠেন রাধিকাগঞ্জ গ্রামের শারমিন সুলতানা (২১)। ভ্যান চলার পর চালক তাকে বিভিন্ন অশ্লীল কথা ও কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সকাল ১১টার দিকে সাতকপাট-বেলগাছি সড়কের মাঝামাঝি একটি নির্জন এলাকায় পৌঁছে চালক ভ্যান থামান। এরপর তিনি তরুণীকে জড়িয়ে ধরেন এবং যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার পর তরুণী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা করেন। পুলিশ জানায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ২০২৫ সালের সংশোধিত ধারা ১০-এর আওতায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরপরই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মামলার পর অভিযুক্ত ভ্যানচালককে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।